

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ১৯, ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ কার্তিক ১৪১০/১৯ অক্টোবর ২০০৩

এস, আর, ও নং ২৯৭/আইন/পৌর-২/২০০৩—Paurashava Ordinance, ১৯৭৭ (XXVI of 1977), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর Section 149 (3) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পৌরসভাসমূহ কর্তৃক অনুসরণের জন্য নিম্নরূপ আদর্শ উপ-আইনমালা (Model by-laws) প্রণয়নের প্রস্তাব করিতেছে, যাহা উক্ত Ordinance এর Section 149 (1) এর বিধান মোতাবেক এতদদ্বারা প্রাক-প্রকাশ করা হইল, এই আদর্শ উপ-আইনমালা সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে, ইহা গেজেটে প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, উক্ত আপত্তি বা পরামর্শ লিখিতভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগে পৌঁছানো হইলে সরকার তাহা বিবেচনা করিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কাহারো কোন আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া না গেলে ইহা চূড়ান্তভাবে জারীর জন্য বিবেচিত হইবে, যথা ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই উপ-আইনমালা পৌরসভা পাবলিক মার্কেট আদর্শ উপ-আইনমালা, ২০০৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই উপ-আইনমালায়—

(ক) “অধ্যাদেশ” অর্থ Paurashava Ordinance, 1977 (XXVI of 1977);

(খ) “অঙ্গন” অর্থ কোন দালান বা উহার অংশ বিশেষে বা অন্য কোন স্থান বা উহার অংশ বিশেষ যাহা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ভাড়া বা বরাদ্দ দেওয়া হয়;

(১০৬১৫)

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

- (গ) “চেয়ারম্যান” অর্থ পৌরসভার চেয়ারম্যান;
- (ঘ) “দোকান” অর্থ পাবলিক মার্কেটের দোকান, স্টল, স্ট্যান্ড বা কোন অঙ্গন;
- (ঙ) “ধারা” অর্থ অধ্যাদেশের কোন Section;
- (চ) “পাবলিক মার্কেট” অর্থ পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত কোন বাজার অথবা এমন কোন বাজার যাহা সরকার কর্তৃক গ্রহণকৃত বা সরকারের উপর ন্যস্ত হওয়ার পর সরকার কর্তৃক উহার উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণের জন্য পৌরসভার নিকট হস্তান্তরিত হয়;
- (ছ) “পরিবার” অর্থ কোন ব্যক্তির স্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, স্বামী বা তাহার উপর নির্ভরশীল পুত্র ও কন্যা;
- (জ) “পৌরসভা” অর্থ অধ্যাদেশ এর বিধান অনুযায়ী গঠিত কোন পৌরসভা;
- (ঝ) “বরাদ্দ কমিটি” অর্থ অধ্যাদেশের ধারা ১৪৭ এর বিধান অনুযায়ী কোন পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত উপ-আইনমালার (by-laws) অধীন গঠিত দোকান বরাদ্দ কমিটি;
- (ঞ) “বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা” অর্থ পাবলিক মার্কেটের দোকানের বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা;
- (ট) “বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ উপ-আইন ৪ এর অনুচ্ছেদ (১) এর—
 (অ) দফা (ক) তে উল্লিখিত দোকানসমূহের ক্ষেত্রে, বরাদ্দ কমিটি;
 (আ) দফা (খ) তে উল্লিখিত দোকানসমূহের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান।

৩। বরাদ্দ কমিটি।—(১) পাবলিক মার্কেট বরাদ্দের জন্য পৌরসভায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বরাদ্দ কমিটি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) পৌরসভার চেয়ারম্যান বা প্রশাসক	চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে
(খ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(গ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কমিশনার	সদস্য
(ঘ) পৌরসভার প্রকৌশল শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলী।	সদস্য
(ঙ) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব (যদি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা না থাকে)	সদস্য সচিব।

(২) বরাদ্দ কমিটি উহার দায়িত্ব পালনে উহাকে সহায়তা করিবার জন্য পৌরসভার যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপট করিতে পারিবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তার কোন ভোটদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

(৩) বরাদ্দ কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সদস্য-সচিব সভা আহ্বান করিবেন এবং সভা ও অন্যান্য বিষয় বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইবে।

(৪) বরাদ্দ কমিটির সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

৪। দোকান বরাদ্দের অনুপাত।—(১) প্রতিটি পাবলিক মার্কেটের দোকানসমূহ, এই উপ-আইন মালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত অনুপাতে বরাদ্দ করা হইবে, যথাঃ—

- (ক) ৮৫% (শতকরা পঁচাশি ভাগ) দোকান সাধারণ প্রার্থীগণের মধ্যে বরাদ্দ করিতে হইবে; এবং
- (খ) ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) দোকান চেয়ারম্যান কর্তৃক বরাদ্দের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, যাহা জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিকে বা তাহার স্বামীকে বা স্ত্রীকে অথবা উক্ত ব্যক্তি বা তাহার স্বামী বা স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিদের ব্যয়ভার বহন করেন এইরূপ ব্যক্তিকে বরাদ্দ প্রদান করা যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—দফা (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় পর্যায়ে অবদান বলিতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াও শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, সমাজ সেবা, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানকে বুঝাইবে।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিটি পাবলিক মার্কেটের দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—এই অনুচ্ছেদে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বলিতে পৌরসভা কর্তৃক কোন স্থানে পাবলিক মার্কেট নির্মাণের পূর্বে উক্ত স্থানে বিদ্যমান দোকানের বৈধ মালিককে বুঝাইবে।

(৩) কোন পৌরসভায় কোন ব্যক্তিকে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যকে একাধিক দোকান বরাদ্দ দেওয়া যাইবে না।

৫। দোকান বরাদ্দ প্রদানের পদ্ধতি।—(১) নির্মিত বা নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য সকল দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-আইন ৪ এর অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত দোকানসমূহ বরাদ্দের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ কমিটি বরাদ্দ প্রদানযোগ্য দোকানের সংখ্যা, পরিমাপ, সালমীর টাকা, মাসিক ভাড়ার পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি উল্লেখ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে এবং ঢাকা হইতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় দৈনিক এবং আঞ্চলিক একটি (যদি থাকে) পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করিবে, এবং বরাদ্দ কমিটি এইরূপ দরখাস্ত সাদা কাগজে বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আহ্বান করিতে পারিবে এবং সময় সময় উক্তরূপ ফরমের মূল্য ধার্য করিতে পারিবে।

(৩) অনুচ্ছেদ (২) তে উল্লিখিত নির্মিত দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী উক্ত দোকানের জন্য ধার্যকৃত সালামীর টাকার ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) অর্থ চেয়ারম্যানের অনুকূলে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে দরখাস্তের সহিত দাখিল করিবেন, এবং অবশিষ্ট টাকা সাময়িক বরাদ্দ পত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এককালীন পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামীর ১০% ভাগ পৌরসভা বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৪) নির্মাণাধীন বা নির্মিতব্য দোকান বরাদ্দের জন্য আবেদনকারীকে দরখাস্তের সহিত দোকানের জন্য ধার্যকৃত সালামীর টাকার ২৫% অর্থ চেয়ারম্যানের অনুকূলে কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট সালামী বরাদ্দ প্রাপককে বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্তমতে সমান ৩ (তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ কোন কিস্তির খেলাপ হইলে বরাদ্দ বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামীর ১০% ভাগ পৌরসভা বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৫) দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বরাদ্দ কমিটি দরখাস্তসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দোকান বরাদ্দ পাইবার অধিকারী দরখাস্তকারীগণের একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে, এইরূপ তালিকাভুক্ত দরখাস্তকারীর সংখ্যা বরাদ্দযোগ্য দোকান অপেক্ষা বেশী হইলে বরাদ্দ কমিটি উম্মুক্ত লটারীর মাধ্যমে দোকান বন্টন করিবে, এইরূপ লটারী কোন পদ্ধতিতে হইবে তাহা বরাদ্দ কমিটি নির্ধারণ করিবে এবং লটারী অনুষ্ঠানের স্থানে আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধির প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(৬) অনুচ্ছেদ (৫) এর অধীন লটারী অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ কমিটি লটারীর স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিয়া লটারী অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ৩ (তিন) দিন পূর্বে পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে একটি বিজ্ঞপ্তি লটকাইয়া বা সাঁটাইয়া দিতে হইবে।

(৭) লটারীর মাধ্যমে যাহারা দোকান পাইবে তাহাদের তালিকা ও দোকান নম্বর লটারী অনুষ্ঠানের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে লটকাইয়া দিতে হইবে এবং পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বরাদ্দ কমিটির চেয়ারম্যানের দস্তখাতে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট সাময়িক বরাদ্দ পত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) সাময়িক বরাদ্দ পত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যদি কোন বরাদ্দ প্রাপক দোকানের বরাদ্দ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তবে উক্ত দোকান তালিকাভুক্ত অবশিষ্ট আবেদনকারীগণের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ করা হইবে।

(৯) সাময়িক বরাদ্দ পত্রে বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং সালামীর বাকী টাকা পরিশোধের সময়-সীমা বা কিস্তির পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী উল্লেখ করিতে হইবে।

(১০) কোন দরখাস্তকারী ব্যক্তি বরাদ্দপত্র প্রদানের পূর্বে বরাদ্দ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া জমাকৃত টাকা ফেরৎ লইবার আবেদন করিলে, উক্ত আবেদন পাইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পৌরসভা তাহার জমাকৃত পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট আবেদনকারী বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবে।

(১১) কোন ব্যক্তিকে দোকানের বরাদ্দ না দেওয়া হইলে, তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বরাদ্দ কমিটি উক্ত পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট দরখাস্তকারী বা এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করিবে।

৬। সালামী, চুক্তি এবং দখল প্রদান।—বরাদ্দপত্রের শর্ত মোতাবেক সালামীর সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পৌরসভা বরাদ্দ প্রাপককে চূড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করিবে এবং পৌরসভার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এই উপ-আইনমালার সহিত সংযোজিত ফরমে একটি ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করিবে; চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পৌরসভা দোকানের দখল ইজারা গ্রহীতাকে বুঝাইয়া দিবে; দখল বুঝাইয়া দেওয়ার তারিখ হইতে ধার্যকৃত হারে ভাড়া আদায়যোগ্য হইবে।

৭। দোকানে ব্যবসা আরম্ভ।—উপ-আইন ৬ এর অধীনে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা দোকানের দখল বুঝিয়া লইবার ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে অবশ্যই ব্যবসা শুরু করিবেন, অন্যথায় দোকানটির বরাদ্দ উক্ত সময় সীমা অতিবাহিত হইবার সংগে সংগে বাতিল হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং জমাকৃত সালামীর টাকার ৫০% পৌরসভার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং অবশিষ্ট ৫০% হইতে অন্যান্য পাওনা কর্তন করিয়া, যদি থাকে, পৌরসভা বাকী টাকা ত্রিশ দিনের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপককে ফেরত প্রদান করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভা বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতার আবেদনক্রমে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া উক্তরূপ ব্যবসা শুরু করিবার সময়-সীমা অনধিক ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

৮। মাসিক ভাড়া।—(১) পৌরসভা দোকানের অবস্থান, নির্মাণ খরচ, আয়তন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া সালামী ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করিবে, এই সালামী ও ভাড়া কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রচলিত সালামী বা ভাড়া অপেক্ষা কম হইবে না।

(২) বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা প্রতি মাসের ভাড়া উক্ত মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করিবেন।

৯। দোকানের দখল সমর্পন।—(১) দোকানের সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা যদি স্বেচ্ছায় দোকান পৌরসভার নিকট সমর্পন (সারেভার) করেন তবে জমাকৃত সালামীর টাকার ২৫% কর্তন পূর্বক বরাদ্দ বাতিল করিয়া ত্রিশ দিনের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতাকে অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিবে।

(২) দোকানের দখল বুঝিয়া লইবার পূর্বে ইজারা গ্রহীতা উক্ত দোকান বরাদ্দ স্বেচ্ছায় পৌরসভার নিকট সমর্পন (সারেভার) করিলে সালামীর টাকার ১০% এবং পৌরসভার অন্যান্য পাওনা, যদি থাকে, কর্তন করিয়া দখল সমর্পনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহাকে সালামীর অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করিবে।

১০। দোকানের দখল হস্তান্তর, ইত্যাদিতে বাধা নিষেধ।—বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা প্রাপ্ত দোকান পৌরসভার অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কাহারো নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না বা ভাড়া দেওয়া যাইবে না, তবে পৌরসভার পূর্বনুমোদন সাপেক্ষে ১২ (বার) মাসের ভাড়ার সম-পরিমাণ টাকা হস্তান্তর ফি এবং ০২ (দুই) মাসের ভাড়ার সম-পরিমাণ টাকা অনুমতি ফি হিসাবে জমা প্রদান করিয়া অন্যত্র হস্তান্তর করা যাইবে।

১১। দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি।—বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা নিজ ব্যয়ে দোকানের দরজা জানালার মেরামতসহ সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং বৈদ্যুতিক লাইন সংযোজন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফিটিংস লাগাইবেন।

১২। কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন নিষিদ্ধ।—পৌরসভার লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা দোকানের কাঠামোগত কোন মৌলিক পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে পারিবেন না।

১৩। দোকানের ব্যবহার।—যে ব্যবসার জন্য দোকান বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে, সেই ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোন ব্যবসার জন্য বা আবাসিক উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবসার ধরণ পরিবর্তনের জন্য পৌরসভার পূর্বানুমোদন লইয়া, বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট দোকানের ছয় মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকা পৌরসভায় জমা দিয়া ব্যবসার ধরণ পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

১৪। সার্ভিস চার্জ, ইত্যাদি পরিশোধ।—দোকানের ব্যাপারে পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস বাবদ পৌরসভা যে চার্জ বা ফিস নির্ধারণ করিবে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা তাহা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিবেন এবং দোকানে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন বা অনুরূপ কোন সার্ভিস ব্যবহৃত হইলে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা উহার জন্য প্রয়োজনীয় চার্জ, ফিস, বা বিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে পরিশোধ করিবে।

১৫। দোকান পরিদর্শন।—(১) পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন ব্যক্তি, যে কোন যুক্তিসংগত সময়, দোকান পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা বা তাহার প্রতিনিধি অনুরূপ পরিদর্শনের জন্য সকল প্রকার যুক্তিসংগত সুযোগ দিবেন।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন পরিদর্শনের মাধ্যমে যদি দেখা যায় যে, কোন দোকান স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রহিয়াছে তাহা হইলে পৌরসভা নোটিশের মাধ্যমে উহা স্বাস্থ্যসম্মত করিবার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া দিবে, এবং উক্ত সময়সীমার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা যদি দোকানটিকে স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় না আনেন, তাহা হইলে পৌরসভা নিজ খরচে দোকানটির স্বাস্থ্যকর এবং উহাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে পারিবে এবং এই বাবদ যে খরচ হইবে ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে অনুচ্ছেদ ১৮ অনুসারে পাবলিক ডিমান্ড হিসাবে আদায় করা হইবে।

১৬। ভাড়া বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ।—এই উপ-আইনমালার অধীন বরাদ্দকৃত দোকানের ভাড়া পৌরসভা প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পরপর বৃদ্ধি বা পূর্ণঃনির্ধারণ করিতে পারিবে, তবে এইরূপ ভাড়া বৃদ্ধি বা পূর্ণঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অনুরূপ দোকানের প্রচলিত ভাড়ার পরিমাণ বিবেচনা করিতে হইবে।

১৭। বিশেষ অবস্থায়, সালামী ফেরত প্রদান।—পৌরসভা, উহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে দোকানের দখল বরাদ্দ প্রাপককে বুঝাইয়া দিতে ব্যর্থ হইলে বা দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর, জনস্বার্থে উহার দখল ফেরত লইবার প্রয়োজন হইলে উক্ত দোকান বাবদ গৃহীত সালামীর টাকা, পৌরসভার পাওনা কর্তন সাপেক্ষে, তাহাকে ফেরত প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তী সময় যদি উক্ত দোকান পুনঃ বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে দোকানটি বরাদ্দের ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা, পূর্ণনির্ধারিত সালামী ও ভাড়া প্রদানের শর্তে বরাদ্দ পাইবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন।

১৮। ভাড়া, ইত্যাদি পাবলিক ডিম্যান্ড হিসাবে আদায়।—বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতার নিকট হইতে যাবতীয় বকেয়া ভাড়া বা অন্যান্য পাওনা অধ্যাদেশের ধারা ৫৯(২) অনুযায়ী পাবলিক ডিম্যান্ড হিসাবে আদায় করা যাইবে।

১৯। বরাদ্দ বা ইজারা বাতিল।—(১) কোন বরাদ্দ প্রাপক বরাদ্দপত্রের কোন শর্ত উহাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এবং পদ্ধতিতে পূরণ করিতে না পারিলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার সংগে সংগেই বরাদ্দপত্র আপনা আপনি বাতিল হইয়া যাইবে এবং এই ব্যাপারে কোন আনুষ্ঠানিক আদেশের প্রয়োজন হইবে না।

(২) ইজারা গ্রহীতা চুক্তি পত্রের শর্ত ভঙ্গ করিলে বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দোকানের ইজারা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কোন ইজারা বাতিল করিতে হইলে বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত বাতিলের কারণ সম্বলিত একটি নোটিশ ইজারা গ্রহীতার নিকট প্রেরণ করিবে এবং প্রস্তাবিত বাতিল সম্পর্কে তাহার বক্তব্য নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে উপস্থাপনের নির্দেশ দিবে।

(৪) অনুচ্ছেদ (৩) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইজারা গ্রহীতা যদি তাহার বক্তব্য বাতিলকারী কর্তৃপক্ষের বরাবরে উপস্থাপন না করেন বা ইজারা গ্রহীতা বক্তব্য উপস্থাপন করিলে উহা বাতিলকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হয় তাহা হইলে বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ ইজারা বাতিল করিতে পারিবে এবং কোন ইজারা বাতিল করা হইলে বাতিলের আদেশ লিখিতভাবে ইজারা গ্রহীতাকে প্রেরণ করিবে।

(৫) বরাদ্দ বা ইজারা বাতিলের আদেশ প্রদানের পূর্বে প্রয়োজন মনে করিলে, বরাদ্দ কমিটি বা ক্ষেত্রমত চেয়ারম্যান বরাদ্দকৃত বা ইজারাকৃত দোকানটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(৬) বরাদ্দ বা ইজারা বাতিল আদেশ প্রদানের পর বরাদ্দ কমিটি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দোকানের দখল গ্রহণ করিবে।

২০। বাতিলকৃত বরাদ্দ বা ইজারা পুনর্বহাল।—উপ-আইন ১৯ এর অধীনে কোন বরাদ্দ বা ইজারা বাতিল হইলে এবং বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ মনে করিলে উক্ত বাতিলের ৩০ দিনের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক বা ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক জরিমানা হিসাবে দোকানের ১২ মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকা প্রদান সাপেক্ষে, বাতিলকৃত বরাদ্দ বা ইজারা পুনর্বহাল করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে নতুন বরাদ্দ পত্র প্রদান বা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে বাতিলকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত জরিমানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মওকুফ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে যথাযথ শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

২১। পুনর্বিবেচনা।—(১) এই উপ-আইনমালার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) এইরূপ আবেদন লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে সুনানী সূযোগ দিয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবেন, আবেদনপত্র নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এই উপ-আইনমালার সহিত সংগতি রাখিয়া যে কোন আদেশ দিতে পারিবে।

২২। সকল ইজারা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদন।—এই উপ-আইনমালার অধীন বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সকল ইজারা পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

২৩। বিদ্যমান দোকানের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনমালা প্রয়োগ।—এই উপ-আইনমালা জারী হইবার পূর্বে পৌরসভা কর্তৃক যে সকল পাবলিক মার্কেটের দোকান বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে, সেই সকল মার্কেটের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই উপ-আইনমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পাবলিক মার্কেট BOT (Built Operate and Transfer) পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত মার্কেটের দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, ওয়াই, বি, আই, সিদ্দিকী
সচিব।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।